সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের সম্পত্তি ক্রোকের প্রক্রিয়ায় প্রশাসন

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই যুবলীগ নেতা শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আদেশ বাস্তবায়নে প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। আগামী সপ্তাহে ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন হতে পারে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায় মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মামলার বাদি দেবাশীষ কুমার বাগচি জানান, আদালত আড়াই মাস আগে ক্রোক আদেশ দিয়েছেন। আড়াইমাস পেরিয়ে গেলেও জেলা প্রশাসন থেকে এখনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।হবে, হচ্ছে বলে শুধু দিন পার করছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, “ ক্রোক আদেশের কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ বলেন,“ক্রোকের আদেশ পাওয়ার পর সাবেক ভিসি স্যার এসি ল্যান্ড কে তদন্ত দিয়েছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে ডিসি স্যার কে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্যার বদলি হয়ে যাওয়ায় ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে আশা করি আগামী সপ্তাহে আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারবো।”

সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায়

মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালতের বিচারক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন । একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “ ক্রোক আদেশের নথি ঈদের আগ পযর্যন্ত পাইনি। ছুটি শেষ করে রবিবার অফিস করবো। আদেশ কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক হাজী মো: আমানউল্লাহ আর নেই

কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক হাজী মো: আমানউল্লাহ বেলু ইন্তাকাল করেছেন।

মরহুমের জানাযার নামাজ আগামীকাল রবিবার সকাল ৯:০০ ঘটিকায় কোমরপুর বাইতুল আমিনা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। উক্ত জানাযায় সকলে উপস্থিত হয়ে দো-জাহানের অশেষ নেকি হাসিল করুন।

আলমডাঙ্গার জেহালায় সাবেক যুবলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক এক নেতাকে আটক করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে মো. সোহেল তিতুমীর (৪৫) নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার ৭ নম্বর জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সোহেল তিতুমীর জেহালা বাবুপাড়া গ্রামের মো. সুজা উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

গাংনীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় নেতাকর্মীরা একসঙ্গে হাত তুলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় মোনাজাতে অংশ নেন।

মেহেরপরে সাবেক জনপ্রতিনিধির

হাতে নির্মাণ হচ্ছে পাঁচতলা ভবন

মেহেরপুর জেলা শহরের আদালতপাড়ায় একাই পাঁচতলা ভবনের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রামের এক সাবেক জনপ্রতিনিধি মো. একরামুল হক। পেশায় সৌখিন রাজমিস্ত্রি হলেও এলাকাবাসীর চোখে তিনি একজন আদর্শবান মানুষ, সমাজসেবক ও পরিশ্রমী নাগরিক।

বিনা পারিশ্রমিকে নিজের ওয়ার্ডের শতাধিক দুস্থ পরিবারের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন তিনি। দেশে এটাই প্রথম ঘটনা, যেখানে একজন ব্যক্তি শ্রমিক ও মিস্ত্রি দুয়ের ভূমিকায় একাই বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। প্রতিদিনই অনেকে তার কাজ দেখতে আসছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা একরামুল হক আদালতপাড়ায় নিজের জমিতে নির্মাণ করছেন একটি আধুনিক ভবন। ইতোমধ্যে পঞ্চম তলার ছাদ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়ে সেখানে ভাড়াটিয়াও উঠেছেন। তৃতীয় থেকে পঞ্চম তলার কাজ এখনও চলমান।

কোনো নির্মাণশ্রমিক ছাড়াই তিনি নিজেই এই ভবনের মিস্ত্রি ও সহকারী। টাইলসের কাজও করছেন নিজ হাতে। একাই সিমেন্ট-বালু মাখানো, মাথায় করে ইট তোলা, সিমেন্ট-বালু দিয়ে ইটের পর ইট গাঁথা সবকিছুই তিনি করছেন একা।

প্রথম দিকে মাটি খোঁড়ার কাজে শ্রমিক নিয়েছিলেন। প্রতিটি ছাদ ঢালাইয়ের দিনও কিছু অতিরিক্ত লোকবল নিয়েছেন নিরাপত্তার জন্য। তবে বাকি সব কাজ নিজেই করছেন এই পরিশ্রমী মানুষটি। তার আশা, আগামী ছয় মাসের মধ্যে পুরো ভবন নির্মাণ শেষ করবেন।

ব্যক্তিজীবনে একরামুল হক একজন বহুমাত্রিক মানুষ কখনো কৃষক, কখনো নাট্যশিল্পী, আবার কখনো রাজমিস্ত্রি।

১৯৮৮ সালে প্রথমবার ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অল্পের জন্য পরাজিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের নির্বাচনে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন ইউপি সদস্য হিসেবে। পরবর্তী নির্বাচনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেন।

জনপ্রতিনিধি থাকাকালে নিজ সম্মানী থেকে প্রতিবছর প্রায় ৩০টি গরিব পরিবারের গৃহকর পরিশোধ করেছেন।

গ্রামের অনেক দুস্থ পরিবার ইট-বালু জোগাড় করতে পারলেও শ্রমিকের মজুরির অভাবে ঘর নির্মাণ করতে পারত না। তখন একরামুল নিজেই মিস্ত্রি হিসেবে একা একা ৯৮টি ঘর নির্মাণ করে দেন বিনা পারিশ্রমিকে। তার হাতে তৈরি সেই ঘরগুলো আজ নিরাপদ আশ্রয় অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের।

সহগল গ্রামের দরিদ্র আছিয়া খাতুন বলেন, গরু-ছাগল বিক্রি করে ঘর নির্মাণের চিন্তা করছিলাম। একরামুল ভাই এসে নিজের হাতে আমার জন্য ঘর তুলে দেন। তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেননি।

একই গ্রামের অতিদরিদ্র ওবাইদুল্লাহ আলম বলেন, একবার অগ্নিকাণ্ডে আমার মাটির ঘর পুড়ে যায়। তখন একরামুল মেম্বার নিজে ইট, টিন ও বাঁশ জোগাড় করে বিনা পারিশ্রমিকে ঘর তৈরি করে দেন। গ্রামের অনেকের ঘরই তিনি এমনভাবে নির্মাণ করে দিয়েছেন।

আদালতপাড়ায় প্রতিদিন নিজের ভবনে হাতুড়ি, কাঠ, সিমেন্ট ও বালুর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এই মানুষটি। সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা তাকে এলাকার এক অনন্য অনুপ্রেরণায় পরিণত করেছে।

আদালতপাড়ায় গিয়ে দেখা যায় একরামুল মাথায় করে ইট তুলছেন পাঁচতলায়।

নির্মাণ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাড়িতে একমাত্র ছেলে মুদি ব্যবসা করে। আমি বসে থাকতে পারি না। লেখাপড়া ছেড়ে সখের বসে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখেছিলাম। পারিশ্রমিক ছাড়াই দুস্থ মানুষের ঘর বানিয়ে দিতে আনন্দ পাই। প্রতিদিন ভোরে মেহেরপুরে এসে নিজের পাঁচতলা ভবনের কাজ করছি।

কাথুলী ইউনিয়নের কাঠ ব্যবসায়ী ওয়াহেদ হোসেন বলেন, একবার স্থানীয় একটি স্কুলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দাবি করে পুরস্কারটি একরামুল মেম্বারের হাত থেকেই নিতে চায়। তখন তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, তোমরা মন দিয়ে পড়ো, বড় হয়ে এই গ্রামটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলো। এখনো তিনি সেই আশায় বেঁচে আছেন।

কাথুলী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বলেন, একরামুল ছিলেন একজন নির্লোভ ও মানবিক জনপ্রতিনিধি। মানুষের বিপদে তিনি

পাহাড় হয়ে দাঁড়াতেন। তার ওয়ার্ডে তিনি প্রার্থী হলে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পেত না। তার কাজ ও চরিত্র সত্যিই শ্রদ্ধার যোগ্য।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাবেক বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি সরোয়ার খান আর নেই

মেহেরপুর পৌরসভার ০১নং ওয়ার্ডের হোটেল বাজার শহীদ গফুর সড়কের বাসিন্দা মরহুম মংলা ড্রাইভারের সেজো ছেলে সরোয়ার খান আর নেই। তিনি কিছুদিন মেহেরপুর প্রতিদিনের বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। সাত বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তান রয়েছে তার।

বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। পরে কুষ্টিয়া থেকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেওয়ার পথে রাত পোনে ১২টার তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সরোয়ার হোসেনের জানাজার নামাজ আজ দুপুর ২ ঘটিকার সময় হোটেল বাজার নিমতলা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। পরে মরহুমকে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হয়। জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠানে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধুসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী অংশগ্রহণ করেন।

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ

জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দর্শনা ইমিগ্রেশনে গ্রেফতার

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মুনির দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করে।

তার নামে গোপালগঞ্জ থানায় একটি নাশকতা মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস আই তুহিন বলেন, সন্ধ্যার আগ দিয়ে দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে পৌছায়। আমারা তার পাসপোর্ট চেকিং করে দেখি তার বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ থানায় একটি মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আমরা রাত সাড়ে ৭ টার দিকে তাকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানায় নিয়ে এসেছি। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে।

ঝিনাইদহের সাবেক সাংসদ শফিকুল ইসলাম অপুর ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুলই সলাম অপুকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর মামলায় ২ দিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত। আজ সোমবার দুপুরে সনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদা আমলী আদালতে হাজির করা হলে বিচারক ওয়াজিদুর রহমান দুই দিনের এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সদর থানা সুত্রে জানা যায়, গতকাল রবিবার রাতে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকার বাসা থেকে শফিকুল ইসলাম অপুকে গ্রেপ্তার করে মহানগর

গোয়েন্দা পুলিশ। পরবর্তিতে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ ঢাকা থেকে শফিকুল ইসলাম অপুকে ঝিনাইদহে নিয়ে আসে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা বাদেও জন্য ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর আমলী আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গত বছরের ৪ আগস্টে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর মামলায় ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করে ছিলাম। আদালত ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেএবং থানা হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসা বাদের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ, সফিকুল ইসলাম অপু ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ২০২৪ সালের ২৪ মার্চ ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে সভাপতির পদটি শূন্য হয়। পেও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অপুকে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মজিবুল হক মালিক (মজু) আর নেই

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এবং প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মজিবুল হক মালিক মজু (৬৩) আর নেই। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না- লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মজিবুল হক মালিক (মজু) ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা। তিনি মরহুম এহসানুল হক মালিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজনীতির মাঠে দীর্ঘদিন সক্রিয় থেকে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন

করেন। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে তিনি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মজিবুল হক মালিক মজু নামের একজনকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। আমরা তাকে মৃত্ অবস্থায় পেয়েছি।

তার মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গার রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করলে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তার জানাজার নামাজের সময় ও স্থান পরে জানানো হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।